মেহেরপুর জেলায় সমবায় সমিতিতে নারীর ক্ষমতায়ন:

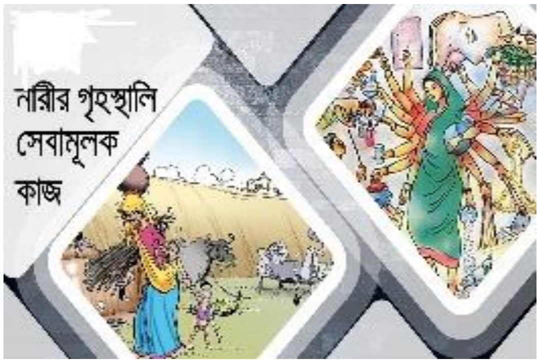

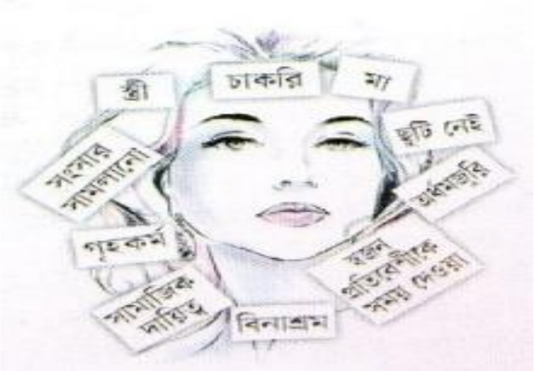

ভূমিকা: নারী ও সমবায় শক্তির প্রতীক-উন্নয়নের প্রতীক। মূলত সমবায়ের জন্ম হয়েছিল পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোকে সুসংগঠিত করে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নিতে। নারীর ক্ষমতা সমবায়ে অনেক আগে থেকেই আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক নানা বিধি প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মহিলা সমবায় সমিতি আছে দেশে। পাশাপশি সমবায় অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করে আসছে নারী-উন্নয়নের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প। আসলে ব্যাংকিং, কৃষি, মাছ চাষ, মৃত্তিকা শিল্প, কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প প্রতিটি সেক্টরের মূলেই ছিল সমবায় সমিতি ও সমবায় বিভাগ। নারীর ক্ষমতায়নেও সমবায়ের ভূমিকা ও সাফল্য খুবই গুরত্বপূর্ণ।

নারী ক্ষমতায়ন (**Women's empowerment**) হলো নারী ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া। ক্ষমতায়নকে বিভিন্ন উপায়ে সংজ্ঞায়িত করতে পারা যায় কিন্তু, নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলতে ক্ষমতায়নের অর্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার বাইরের মানুষের (মহিলাগণ) একে গ্রহণ করা এবং তাঁদের অনুমতি দেয়া। "এই রাজনৈতিক গঠন এবং আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি আয় উপার্জনের দক্ষতার উপর জোর দেয়া হয়, যা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণকে সক্ষম করেন। “ক্ষমতায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির নিজের জীবন, সমাজ এবং নিজের সম্প্রদায়ে ক্ষমতা সৃষ্টি করে। মানুষ ক্ষমতাবান হয় যেখানে তাঁদের শিক্ষা, পেশা এবং জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা এবং সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তাঁরা তাঁদের উপলব্ধ সুযোগসমূহ লাভ করতে সক্ষম হয়। নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার বোধ করার ক্ষমতায়নের একটি ধারণা সৃষ্টি হয়। ক্ষমতায়নে শিক্ষার মাধ্যমে নারীর সম্মান বাড়াতে সচেতনতা বৃদ্ধি, সাক্ষরতা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। নারী ক্ষমতায়ন নারীদের সমাজে বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন নির্ধারণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেয়। নারী ক্ষমতায়ন নারীর নিজস্ব মূল্যবোধকে বিকাশিত করতে সাহায্য করে।

বর্তমানে সারাদেশে সমবায়ের মোট সদস্যের মধ্যে মাত্র ২৩ শতাংশ নারী হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায় কার্যক্রমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি করার আহবান জানান। তিনি বলেন, “আরো বেশি করে মহিলাদের সমবায় কার্যক্রমে এগিয়ে আসা উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ সমাজের অর্ধেক অংশইতো নারী। নারীরা যদি বেশি করে এগিয়ে আসে তাহলে দুর্নীতি একটু কমবে এবং কাজ বেশি হবে এবং প্রতিটি পরিবার উপকৃত হবে। কাজেই আমি মেয়েদেরকে আরো সামনে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানাচ্ছি।”

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন দুটি রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। নারী ক্ষমতায়ন উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। এটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যান্য তুচ্ছ লিঙ্গ সম্পর্কিত পদ্ধতির দিকেও ইঙ্গিত করতে পারে। নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করার ক্ষমতা এবং সম্পদ, আয় এবং তাঁদের নিজস্ব সময়ের থেকে উপকার লাভ করার সাথে সমস্যা পরিচালনা এবং তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থান তথা সুস্থতার উন্নতি করার ক্ষমতাকে বোঝায়। বিনিময়যোগ্য হিসাবে প্রায়শ ব্যবহার করা হলেও, লিঙ্গ সবলীকরণ ও অধিক বিস্তৃত ধারণাটি যেকোনো লিঙ্গের মানুষকে বোঝায়, ভূমিকা হিসাবে জৈবিক ও লিঙ্গের মাঝে পার্থক্য যুক্ত করে।

নারী ক্ষমতায়নের ধারণা গ্রহণ করলে এমন কার্য্যসূচি এবং নীতি বাস্তবায়নের ফলে গোটা দেশ, ব্যবসা, সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠী উপকৃত হয়ে যায়। নারী ক্ষমতায়ন একটি সমাজের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়, কারণ এটি উন্নয়নের জন্য উপলব্ধ মানবসম্পদের গুণমান এবং পরিমাণ উভয়ত বাড়িয়ে তোলে। ক্ষমতায়ন হিউম্যান রাইটস্ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টকে সম্বোধন করার সময় অন্যতম প্রধান পদ্ধতিগত উদ্বেগ। দেশের বহনক্ষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমাদের সমাজের জন্য নারী ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা অর্জন করা প্রাথমিক প্রয়োজন। অনেক

বিশ্বনেতা এবং পণ্ডিতদের যুক্তি ছিল যে লিঙ্গ সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন না হওয়া পর্যন্ত বহনক্ষম উন্নয়ন অসম্ভব। বহনক্ষম উন্নয়ন পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন গ্রহণ করে এবং নারী ক্ষমতায়ন না হওয়া মহিলারা পুরুষের ব্যতিরেকে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সমান গুরুত্ব বোধ করে না। এটি বহুলভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, নারী তথা পুরুষ উভয়ের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেবল পুরুষদের অংশগ্রহণের স্বীকৃতিতে বহনক্ষম উন্নয়নের পক্ষে উপকারী হবে না। নারী এবং উন্নতির প্রসঙ্গে, ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই নারীদের বেশি পছন্দ করতে হবে। লিঙ্গ সমতা এবং ক্ষমতায়ন না থাকলে দেশে ন্যায়বিচার হতে পারে না এবং সামাজিক পরিবর্তন ঘটে না। নারী ক্ষমতায়ন উন্নতির জন্য একটি বিশাল ভূমিকা পালন করে এবং এটি উন্নতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান। উন্নয়নে নারীদের সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত না করলে নারীরা দেশের উন্নয়নে সুবিধা করতে বা অবদান রাখতে পারবে না।

মেহেরপুর জেলায় ৪২ টি সমবায় সমিতিতে নারী সদস্যের সংখ্যা **২৬৬৬** জন এবং সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্য সংখ্যা **১৯৬** জন। বিভিন্ন সমিতির ৩০ জন নারী সমবায়ীদের বিভিন্ন ট্রেডে (সেলাই, ব্লক ও বুটিক, সুই-সুতা, নকশি কাথাঁ এবং হান্ডি ক্রফস্) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নাবীর ক্ষমতায়নে সমবায় বিভাগ বিশেষ ভুমিকা রাখছে।

মেহেরপুর জেলায় সমবায় সমিতিতে নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র:

ক্র. নং	উপজেলার নাম	সমিতির নাম	সমিতিতে নারী সদস্যের সংখ্যা	ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্য সংখ্যা	মন্তব্য
১	মেহেরপুর সদর	মেহেরপুর থানা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লি:	-	০৮ জন	
২	”	প্রয়াস মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ	২৬ জন	০৯ জন	
৩	”	জ্যোতি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ	৩০ জন	০৯ জন	
৪	”	উদ্যোগ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:	১৩০ জন	০৪ জন	
৫	”	উৎপাদনমূখী শান্তি উন্নয়ন মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সো: লি:	১৬ জন	০১ জন	
৬	”	কাকড়াজল পাবসস লি:	৩০ জন	০৪ জন	
৭	”	কাটাখালী খাল পাবসস লি:	৭৯ জন	০৪ জন	
৮	”	হরিরামপুর খাল পাবসস লি:	৫০ জন	০৪ জন	
৯	”	বন্দুক খাল পাবসস লি:	১১১ জন	০৪ জন	
১০	গাংনী	গাংনী থানা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লি:	-	০৮ জন	
১১	”	জিনিয়াস সঞ্চয় ও ঋণদান সঃসঃ লিঃ	০৪ জন	--	
১২	”	চাঁদপুর সঞ্চয় ও ঋণদান সঃসঃ লিঃ	১৭০ জন	--	
১৩	”	প্রতিবেশী সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃসঃ লিঃ	৪০ জন	০১ জন	
১৪	”	বাঁশবাড়ীয়া সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃসঃ লিঃ	১৭ জন	০৬ জন	
১৫	”	নিত্যান্দপুর সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃসঃ লিঃ	২১ জন	০৫ জন	
১৬	”	আমতৈল সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃসঃ লিঃ	০৭ জন	০১ জন	
১৭	”	শক্তি সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃসঃ লিঃ	০৪ জন	-	
১৮	”	উন্মুক্ত সঞ্চয় ও ঋণদান সঃসঃ লিঃ	০৫ জন	০১ জন	
১৯	”	মাদিয়ার বিল পাবসস লিঃ	৫০ জন	০৪ জন	
২০	”	চৌগাছা খীষ্টান কো-অপাঃ ক্রেঃ ইউঃ লিঃ	২৮ জন	--	
২১	”	মুন্দাইল খাল পাবসস লিঃ	৫০ জন	০৪ জন	
২২	”	তুফান সঞ্চয় ও ঋণদান সঃসঃ লিঃ	০৮ জন	০২ জন	
২৩	”	গাংনী ভোগ্যপণ্য সঃসঃলিঃ	০৫ জন	০১ জন	
২৪	”	গাড়াবাড়ীয়া সার্বিক গ্রাম উন্নঃ সঃসঃ লিঃ	০৪ জন	০১ জন	
২৫	”	দেশসেবা সঞ্চয় ও ঋণদান সঃসঃ লিঃ	০৫ জন	০১ জন	
২৬	”	গাংনী উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপাঃ ক্রেঃ ইউঃ লিঃ	১০২ জন	--	
২৭	”	তরুছায়া সঞ্চয় ও ঋণদান সঃসঃ লিঃ	০৬ জন	০১ জন	
২৮	”	বিশ্বাস সঞ্চয় ও ঋণদান সঃসঃ লিঃ	১৫ জন	০১ জন	
২৯	”	নাগদার খাল পাবসস লিঃ	৭০ জন	০৪ জন	
৩০	মুজিবনগর	সু-প্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ	১০১১ জন	০৬ জন	
৩১	”	পুরন্দরপুর মহিলা সি আই জি কৃষি (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ	৩০ জন	০৯ জন	

৩২	”	মোনাখালী মাঝেরপাড়া মহিলা সি আই জি কৃষি (ফসল) সঃ সঃ লিঃ	৩০ জন	০৯ জন	
৩২	”	আনন্দবাস বিশ্বাস পাড়া মহিলা সি আই জি কৃষি (ফসল) সঃ সঃ লিঃ	৩০ জন	০৯ জন	
৩৩	”	বিশ্বনাথপুর ক্যাম্প পাড়া মহিলা সি আই জি কৃষি (ফসল) সঃ সঃ লিঃ	৩০ জন	০৯ জন	
৩৪	”	বাবুপুর দক্ষিণ পাড়া মহিলা সি আই জি কৃষি (ফসল) সঃ সঃ লিঃ	৩০ জন	০৯ জন	
৩৫	”	খানপুর মহিলা সি আই জি কৃষি (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ	৩০ জন	০৯ জন	
৩৬	”	গোপালনগর দক্ষিণ পাড়া মহিলা সি আই জি কৃষি (ফসল) সঃ সঃ লিঃ	৩০ জন	০৯ জন	
৩৭	”	মহাজনপুর উত্তর পাড়া মহিলা সি আই জি কৃষি (ফসল) সঃ সঃ লিঃ	৩০ জন	০৯ জন	
৩৮	”	সোনাপুর মহিলা সি আই জি কৃষি (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ	৩০ জন	০৯ জন	
৩৯	”	বল্লভপুর পূর্বপাড়া মহিলা সি আই জি কৃষি (ফসল) সঃ সঃ লিঃ	৩০ জন	০৯ জন	
৪০	”	যতারপুর পশ্চিম পাড়া মহিলা সি আই জি কৃষি (ফসল) সঃ সঃ লিঃ	৩০ জন	০৯ জন	
৪১	”	ভবরপাড়া মহিলা কো-অপাঃ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ	১০১ জন	০৬ জন	
৪২	”	আনন্দবাস মহিলা কো-অপাঃ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ	১১১ জন	০৬ জন	
		মোট =	**২৬৬৬ জন**	**১৯৬ জন**	